অমরত্মের প্রত্যাশা নেই নেই কোন দাবি দাওয়া

এই নস্সর জীবনের মানে শুধু তোমাকে চাওয়া

মুহূর্ত যায় জন্মের মতো অন্ধ জাতিস্মর

গত জন্মের ভুলে যাওয়া স্মৃতি বিস্মৃত অক্ষর

ছেড়া তাল পাতা পুঁথির পাতায় নিঃস্বাস ফেলে হাওয়া

এই নস্সর জীবনের মানে শুধু তোমাকেই চাওয়া

কাল-কেউটের ফনায় নাচছে লখিন্দরের স্মৃতি

বেহুলা কখনো বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি

ভেসে যায় ভেলা এবেলা ওবেলা একই সব দেহ নিয়ে

আগেও মরেছি আবার মরবো প্রেমের দিব্যি দিয়ে

জন্মেছি আমি আগেও অনেক মরেছি তোমারই কোলে

মুক্তি পাইনি শুধু তোমাকে আবার দেখবো বলে ।।

বার বার ফিরে এসেছি আমরা এই পৃথিবীর টানে

কখনো গাঙড় কখনো কো পাই কপোতাক্ষর গানে

গাঙড় হয়েছে কখনো কাবেরী কখনো বা মিসিসিপি

কখনো রাইন কখনো কঙ্গো নদীদের স্বরলিপি

স্বরলিপি আমি আগেও লিখিনি এখনও লিখিনা তাই

মুখে মুখে ফেরা মানুষের গানে শুধু তোমাকেই চাই

তোমাকে চেয়েছি ছিলাম যখন অনেক জন্ম আগে

তথাগততার নিঃস্বংগতা দিলেম অস্তরাগে

তারই করুনায় ভিখারিনি তুমি হয়েছিলে একা একা

আমিও কাঙাল হলাম আরেক কাঙালের পেয়ে দেখা

নতজানু হয়ে ছিলাম তখনো এখনো যেমন আছি

মাধুকরী হও নয়নমোহিনী স্বপ্নের কাছাকাছি

ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ব্যারিকেড কর প্রেমের পদ্যটাই

বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকেই চাই

আমার স্বপ্নে বিভোর হয়েই জন্মেছ বহুবার

আমি ছিলাম তোমার কামনা বিদ্রোহ চি্তকার

দুঃখ পেয়েছ যতবার জেনো আমায় পেয়েছ তুমি

আমি তোমার পুরুষ আমি তোমার জন্মভূমি

যতবার তুমি জননী হয়েছ ততবার আমি পিতা ।।

কতো সন্তান জ্বালালো প্রেয়সি তোমার আমার চিতা

বার বার আসি আমরা দুজন ।।

বার বার ফিরে যাই

আবার আসবো আবার বলবো

শুধু তোমাকে চাই